জায়েদ ফরিদ

নির্বাচিত গল্প

কথাপ্রকাশ
KATHAPROKASH

লেখকের কথা

অধুনা আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চা শহরকেন্দ্রিক হলেও এর প্রাচীন উৎস গ্রামবাংলা। অধিকাংশ হার্দিক, মননশীল সাহিত্যের উপচার এসেছে গ্রামীণ সংস্কৃতি থেকে। এসব সাহিত্য আমরা যে সমৃদ্ধ বাংলা ভাষায় রচনা করি তা বর্তমান বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষা হিসেবে উপলব্ধ। আন্তর্জাতিক সাহিত্য-পরিমণ্ডলে আপন যোগ্যতায়, শতবর্ষ আগে থেকেই আমরা ঋজু হয়ে দাঁড়িয়েছি এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে অগ্রসর হয়েছি। কৃষিনির্ভর নদীমাতৃক বাংলাদেশের দেশজ সংস্কৃতি আগামী শতবর্ষেও পরিবর্তন হওয়ার নয়, মলিন হওয়ার নয়। প্রযুক্তি আমাদের সামাজিক জীবনকে প্রতিনিয়ত আধুনিক করবে কিন্তু নাড়ি থেকে কখনো বিযুক্ত করতে পারবে না, বরং তা সাহিত্য-উপস্থাপনায়, বিস্তারে ও বিকাশে সহায়ক হবে। ছোটোগল্পের এই সংকলনগ্রন্থে অধিকাংশ গল্পই দেশজ প্রকৃতি ও পরিবেশকে লালন করে রচিত হয়েছে। এসব পরিবেশের প্রতি রয়েছে আমাদের হৃদয়বিধৃত পৌরাণিক অনুভব।

এই গ্রন্থে গল্পগুলোর সিংহভাগ চয়ন করা হয়েছে পূর্বপ্রকাশিত গ্রন্থসমূহ থেকে, যেগুলো সংকলনগ্রন্থে পরিমার্জিতরূপে উপস্থাপন করা হয়েছে। অনেক গল্প ঢাকা ও চট্টগ্রামের পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, অনিয়মিতভাবে হলেও। প্রবাসে থাকাকালীন স্বদেশ থেকে যাঁরা আগ্রহ করে আমার গল্প গণমাধ্যম ও পত্রপত্রিকায় প্রকাশ করেছেন তাঁদের সকলেই আমার ধন্যবাদার্হ। দেশীয় সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাবান দূরদৃষ্টিসম্পন্ন প্রকাশক জসিম উদ্দিনের আন্তরিক

সহযোগিতা না থাকলে এই গ্রন্থ প্রকাশে আরও বিলম্ব হতে পারত; তাঁর প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই।

যে কোনো প্রকাশনার মতো এই গ্রন্থেও মুদ্রণপ্রমাদ ছাড়াও ভিন্নরূপ ভুলত্রুটি থাকা অস্বাভাবিক নয়, বিশেষত ভাষার উন্নতিকল্পে আমরা যখন বানান ও ব্যাকরণের শুভাশুভ ক্রান্তিকালের মধ্য দিয়ে অগ্রসরমাণ। এসব ত্রুটি-বিচ্যুতি আগামী সংস্করণে শুধরে দেওয়ার অঙ্গীকার রইল। ধন্যবাদান্তে...

জায়েদ ফরিদ
প্রাক্তন কিউরেটর (টেক)
সায়েন্স ওয়েসিস জাদুঘর, রিয়াদ
১৯ জানুয়ারি, ২০২৫

সূচি

পৌরাণিক পালক	১১
পারাপার	১৮
মিস ল্যান্ডফিল	২৩
ছিটপাগলি	৩০
দেওয়াল	৩৭
যে বনে আগুন লাগে না	৪৬
পক্ষিণী	৫৫
পেয়ালা ডেসন্যুডা	৬১
দুধমা	৬৮
কাঁঠালপাতার চাবি	৭৪
জলটুঙি	৮১
রুমকিজান	৯০
কাঠিমেম	১০১
অনন্তবালা	১১৩
শঙ্খচিল	১২৩
চিলমান	১৩২
সাঁওতাল মেয়ে	১৪২
কেতকীর খেয়া	১৫১
জলপরি	১৫৫
আরণ্য অনুভব	১৬৭
মেইমা পাথেম্মা	১৭৫
নন্দিনী	১৯০
আফলাতুন	১৯৮
রেললাইনের ধারে	২১১
তিনতিরিক্কের মৌসন্ন্যাসী	২১৭

পৌরাণিক পালক

১

আগুনের মতোই জিদ ছিল মেয়েটির। তাই কুমু থেকে তার নাম হয়েছিল অগ্নি। জিদ পূরণ করতে গিয়ে তার বাবা-মাও একসময় বিরক্ত হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন। সেই হাল ধরার কাজটা এসে পড়েছিল আলমানের হাতে। তার কাজ ছিল অগ্নিকে শীতল রাখা।

অগ্নি বলত—আমাকে মাকাল ফল এনে দাও দেখব ওপরে কেমন সুন্দর আর ভেতরে কেমন কুৎসিত, স্বর্ণলতা এনে দাও খোঁপায় জড়াব, কালমেঘের পাতা এনে দাও খেয়ে দেখব নিশ্বাস তিতা হয় কেমন করে।

কুমুর অদ্ভুত সব একরোখা খেয়াল পূরণে আলমানের কোনো অনীহা ছিল না। একবার তার খেয়াল চরিতার্থ করতে পারলে অনন্য হয়ে উঠত সে। আদুরে বিড়ালের মতো গা ঘেঁষে বসত, দুহাতে জড়িয়ে ধরত আবেগে, রান্না করত, গান গাইত, শহরময় রিকশা করে ঘুরে বেড়াত, কথা বলত বাকবাকুম পায়রার মতো। তার আনন্দের ফল্গুধারা দেখে তখন সঙ্গের যে কোনো মানুষই ভালো অনুভব করত, ভালো অনুভব করত আলমানও।

শহর পার হয়ে বৈশালি, এই গ্রামেই মামার বাড়িতে ছেলেবেলা থেকে একসঙ্গে বড় হয়েছে সে আর তার দূর-আত্মীয় কুমু। একজন শহরের ভার্সিটিতে পড়ে, আরেকজন গ্রামের কলেজে।

আলমান একবার তাকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'আচ্ছা কুমু, পৃথিবীতে কত মানুষ, তুই শুধু আমার সাথে ঘুরতে চাস কেন?'

—'আমাকে কুমু বলবি না। রাগ করে নয়, ভালোবেসেই তুই আমাকে অগ্নি নাম দিয়েছিস, অগ্নিই আমার নাম, আর কখনো কুমু বলবি না। আমার জগতে একটিই মানুষ, তার নাম আলমান।' এভাবেই কাটছিল দিন। আলমানও অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল তার অদ্ভুত সব খেয়ালের সঙ্গে।

একদিন বিকেলে ধানখেতের আইল ধরে হাঁটছিল দুজন। মৃদুমন্দ বাতাসে ইরিখেতে সবুজের ঢেউ। সামনে আলমান, পেছনে কুমু। আলমানের কোমর ধরে নিচু হয়ে হাঁটছে সে। আলমান রাগ করে না কিন্তু অনুযোগ করে, 'একটু বোঝার চেষ্টা কর অগ্নি, কেউ যদি দেখে ফেলে, কিছু একটা জিজ্ঞেস করে তো কী বলব তাকে?' কুমু খিলখিল হাসে, 'কী বলবি আবার, বলবি আমার বউ, যেমনে খুশি চলে, তাতে তোমার কী?'

—'হায় হায় এসব কী বলিস, তুই আমার বউ নাকি?'

—'বউ না, তাইলে কী? মনে নাই তোর, বাবুই তাড়ানো টংঘরে দুপুরবেলা চোরের মতো ঘুমানোর সময় বলেছিলি, তুই আমার বউ। বললি কেন? আমি তো তখন থেকেই বউ, লোকে জানুক না জানুক। তোর সাথে আমার সংসার শুরু হয়ে গেছে সেদিন থেকেই। একদিন বাচ্চাকাচ্চাও হবে। এই সংসারে আর কেউ নাই, একটা কাকপক্ষীও নাই। শুধু তুই, আমি আর আমাদের বাচ্চাকাচ্চা। একদিন তুই হয়তো পালিয়ে যাবি লোকলজ্জার ভয়ে, আর আমি বাচ্চা নিয়ে থাকব, বলব আলমানের ছেলে।'

—'ছেলেই যে হবে তা কী করে বুঝলি? মেয়েও তো হতে পারে।'

—'ছেলে হোক, মেয়ে হোক, হিজড়া হোক সব আলমানের সন্তান, মেয়ে বলে কিছু নেই।'

২

একদিন মেঘলা দুপুরে নিরিবিলি টংঘরে গিয়ে ওঠে কুমু আর আলমান। উপরের দিকটা খোলা, চারদিকে বিস্তীর্ণ ধানখেত। কুমু বলে, 'আমি তোর বুকের ওপর মাথা রেখে ঘুমাব আলমান, খুব নিবিড় করে।'

—'আচ্ছা ঘুমা, কিন্তু লোকজন তো আসতে পারে।'

—'এই বিরাট মাঠের মধ্যে তোকে একাকী পাওয়ার জন্যই তো আসা। এখানে পৌঁছতেও একটি প্রাণীর আধঘণ্টা সময় লাগে, আর যদি একান্তই এসে পড়ে কেউ তবে তার কোনো ক্ষমা নেই আমার কাছে।'

চোখের সামনে একটা ঝিঁঝি পোকাকে ঝেঁটিয়ে দেয় সে টং থেকে। আলমানের বুকের ওপর চিত হয়ে শুয়ে মেঘ দেখে অগ্নি, 'এই মেঘের পালকিতে চড়ে একদিন চলে যাবি তুই অনেক অনেক দূরে। আমি তোকে কিছুই বলব না, কারণ একদিন নিশ্চিত তুই ফিরে আসবি এখানে, আমার বুকের টংঘরে। নারীর প্রতি লোভ তোকে আমিই দেখিয়েছি, শেষমেশ তুই ঠিকই ফিরে আসবি। আমি কষ্ট পাব কিন্তু মরব না, তোর ফিনিক্স পাখির মতো, তুই ফিরে আসবি, সেজন্যই মরব না।'

আলমান শিউরে উঠে কুমুর কথাবার্তা শোনে, ইদানীং তার জিদটা অতিবৈবাহিক সম্পর্কের মধ্যে ঢুকে পড়েছে খুব বেশি মাত্রায়। বিষয়টা তাকে ভাবিয়ে তোলে।

মাথার ওপর দুটো চক্কর দিয়ে একটি বর্ণিল লেজঝোলা পাখি এসে বসল টংঘরের লম্বা খুঁটির ওপরে। তার লম্বা লাল-নীল পালক থেকে ছড়িয়ে পড়ছিল স্বর্গপ্রভা। জীবনে এমন একটা পাখি দেখতে পাবে আলমান তা স্বপ্নেও ভাবেনি। ভীষণ মগ্ন হয়ে পাখিটাকে দেখছিল সে। কুমু দেখছিল আলমানের এই সুতীব্র মগ্নতা।

হঠাৎ সে চিৎকার করে উঠল, 'অসভ্য ইতর পাখি, অন্য কোথাও গিয়ে মর, আমার সংসারে ক্যান?' পাখিটা এক খুঁটি থেকে আরেক খুঁটিতে যায় কিন্তু টং ছেড়ে যায় না, অগ্নির সশব্দ বাক্যবাণ তাকে স্পর্শ করে না। কুমু পাগল হয়ে ওঠে। প্রাণিবিদ্যার ছাত্র আলমান পাখির রূপে অভিভূত, তাকে এয়ারগান দিয়ে শুট করা দূরের কথা, পারলে তাকে পাখিদের জাদুঘরে, এভিয়ারিতে নিয়ে যায়। অগ্নি ভীষণ ক্ষেপে যায়, 'এই পাখিটাকে এখনো কেন মারছ না তুমি, এয়ারগান তো সঙ্গেই আছে। আমাকে শিকার করেছ, পাখিটাকে শিকার করতে পারছ না কেন? সে কি তোমার প্রেমিকা?'

—'প্রেমিকা হবে কীভাবে, এটা একটা পাখি এবং পুরুষ পাখি অগ্নি। তুমি ভীষণ নোংরা মনের মেয়ে, কীভাবে এতকাল তোমার সঙ্গে চলছি সেটাই ভাবি।'

—'আমি নোংরা? তোর যা খুশি তাই বলবি? আচ্ছা বল তুই, কিন্তু এই পাখির পালক আমার চাই, লাল পালক আর নীল পালক।'

—'পালক দিয়ে কী করবি?'

কুমু দুটো আঙুল তার খোঁপার পেছনে বসিয়ে বলল, 'খোঁপায় দেব।'

আলমান শান্ত হয়ে বলে, 'এমন শখ ভালো নয় কুমু, এভাবে জীবন নিয়ে খেলাটা ঠিক নয় তোর। মাথা ঠান্ডা কর, আর না করতে পারলে আমাকে বল, ডোবা থেকে জল নিয়ে আসি।'

—'আবার কুমু নামে ডাকছিস! অগ্নি বলতে ঘৃণা হয় নাকি তোর? তুইও তো আমার জীবন নিয়ে কম খেলিসনি।'

—'আর খেলব না রে কুমু, সব খেলাই একসময় শেষ হয়ে যায়, এই খেলাটাও শেষ হয়ে যাচ্ছে।'

পাখিটা উড়ে যায় ধানখেত পার হয়ে জঙ্গলের দিকে। কুমুর উত্তেজনা প্রশমিত হয় না, 'আমার আবদারে কি তুই অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিস? মানুষ কত কানা-খোঁড়া নিয়ে ঘরসংসার করে, তুই পারলি

না। তোর কাছে আমার চাওয়া-পাওয়া সব শেষ, আর কখনো কিছু চাইব না আমি, কিন্তু ওই পাখির দুটো রঙিন পালক আমাকে এনে দিতে হবে।'

আলমান তাকে বোঝানোর চেষ্টা করে, 'দেখ অগ্নি, কাজটা কত দুরূহ। প্রথমত, পাখিটা কোথায় থাকে তা জানা নেই। দ্বিতীয়ত, ওটাকে নৃশংসভাবে হত্যা করতে হবে।'

অগ্নি নির্বিকার বলে যায়, 'পাখিটা ধানখেতের ওপাশেই জঙ্গলে থাকে, আর হত্যা করলে সমস্যা কোথায়? তুই-ই তো বলেছিলি ফিনিক্স পাখি মরে না, ঘর বানিয়ে নিশ্বাসের আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয় নীড়সহ নিজের শরীর, তারপর ছাই থেকে আবার জন্ম নেয় নতুন ফিনিক্স।'

—'তা তো বলেছি অগ্নি, কিন্তু সে তো কল্পনার মিথ, এক পৌরাণিক পাখি।'

অগ্নি গম্ভীরভাবে তার শেষ কথা শোনায়, 'আলমান, ভালোবাসার জন্য দুটো পালক সংগ্রহে তোর এত অনীহা? বলেছি তো এই আমার শেষ কথা, পালক না নিয়ে এলে তোর জন্য আমার ঘরের দরজা বন্ধ।'

৩

আলমান ভাবে, কুমুর কোনো ইচ্ছাই তো অপূর্ণ রাখেনি সে, কত পাখিই তো শিকার করেছে, অতিরিক্ত আর একটি পাখি শিকার করলে আর এমন কি, হোক তা বিরল, হোক তা পৌরাণিক। কুমুও তো তার জীবনে এক বিরল নারী। পৃথিবীর সব মানুষ তাকে বর্জন করেছে, বাবা-মা পর্যন্ত, সে না হয় না-ই করল। হয়তো যতক্ষণ পালক না পাবে ততক্ষণ ঠিকমতো খাবে না কুমু। জানালায় মুখ রেখে বসে থাকবে কখন তার আরাধ্য জিনিসটি নিয়ে সহাস্যে উপস্থিত হবে আলমান।

ধানখেতের শেষে বড় জঙ্গলটায় এয়ারগান নিয়ে ঘোরে আলমান। একদিন ছুটির সকালে পাখিটাকে দেখতে পায় বটের উঁচু ডালে। টেলিস্কোপ ফিট করা এয়ারগান থেকে শ্যুট করল আলমান। পাখিটি উড়ে গেল, কিন্তু তার শরীর থেকে ঝরে পড়ল এক গুচ্ছ রঙিন পালক।

গুলি লেগেছে, একসময় হয়তো পাখিটাকে হাতে পাওয়া যাবে। এখন কেবল খুঁজে বের করতে হবে পাখিটাকে। গাছে গাছে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলে সারাদিন জঙ্গলে কাটল তার।

পড়ন্ত বিকেল। ক্লান্ত অভুক্ত অবস্থায় ব্যর্থতার গ্লানি মেখে ধানখেতের পাশে দাঁড়িয়ে আছে আলমান। এমন সময় জঙ্গল থেকে মন্থর ডানায় উড়ে এলো বর্ণিল পাখিটা। একটা চক্কর দিয়ে ধানখেতের মাঝখানে কাকতাড়ুয়ার ওপরে এসে বসল। পাখিটার একটি ডানা ঝুলে গেছে। বৈকালিক রোদে তার সাটিন-লাল আর ময়ূরী-নীল পালকগুলো চিকচিক করছে। আলমান এয়ারগানের গুলি লোড করে না। আস্তে আস্তে কাছে যায়। পাখিটা ওড়ে না, উড়তে পারে না। পাখিটি তার দিকে তাকিয়ে থাকে অসহায়ের মতো, উড়বার কোনো শক্তি অবশিষ্ট নেই তার।

কাছে গিয়ে অর্ধমৃত পাখিটাকে ধরতেই এলিয়ে পড়ে তার হাতে। তার হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনটুকু অনুভব করে সে। আলমান বিমর্ষ হয়ে পড়ে, এত সুন্দর পাখিটাকে সে কেন মেরে ফেলছে। পাখির ঠোঁটগুলো কাঁপছে, হয়তো সময় আছে, এখনো বাঁচানো যাবে তাকে। পাখি নিয়ে জঙ্গলের দিকে ছোটে আলমান। এঁদো পুকুরের তলদেশে সামান্য একটু জল। কেয়া আর নাটাঝোপের কাঁটায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে জলের কাছে পৌঁছে গেল সে। এক আঁজলা পানিতে ডুবিয়ে দিলো পাখিটার ঠোঁট। পানিটা লাল হয়ে উঠল, ঢলে পড়ল পাখিটার মাথা। একটি সুন্দর পাখি পৃথিবী ছেড়ে চলে গেল। বুকের ভেতরটা ভীষণভাবে মুচড়ে উঠল তার।

জীবনে আর কখনো শিকার নয়! এয়ারগানটাকে পুকুরের মাঝখানে ছুড়ে ফেলে দিলো আলমান।

মৃত পাখি নিয়ে সন্ধ্যায় চুপি চুপি কুমুদের বাড়িতে চলে গেল সে। কুমু তখন ছিল না তার পড়ার টেবিলে। সামনের জানালায় পাখিটা লটকে দিয়ে আড়ালে দাঁড়িয়ে রইল সে। ঘরে ঢুকে উল্লাসে অধীর হলো কুমু, 'এসে গেছে আমার পালক, লাল পালক আর নীল পালক।'

সে জানালায় মুখ রেখে খোঁজে, 'কই তুই আলমান, আয় ভেতরে আয়, আজ তোকে একবার ভালো করে জড়িয়ে ধরি।'